আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: ফিরাউন তার স্ত্রীকে কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছিল

তাফসীর আল কুরতুবি থেকে (Tafsir Al Qurtubi)

আবু আল আলিয়া (রা:) বলেছেন, "ফিরাউন তার স্ত্রীর এক আল্লাহ ও ইসলামে বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারলো। এবং ফিরাউন জনসম্মুখে এসে জনগন কে বললো, "আমার স্ত্রী এক আল্লাহর ইবাদত করে, আমার (অর্থাৎ ফিরাউনের) ইবাদত করে না।" লোকেরা বললো, "তাকে (অর্থাৎ আপনার স্ত্রীকে) হত্যা করুন। "তখন ফিরাউন তার স্ত্রীর হাত পা রশি দিয়ে শক্ত করে বাধলো। ফিরাউনের স্ত্রী বললো: **[যেটা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা ৬৬ আত তাহরীমের ১১ নম্বর আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন]**

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّـٰلِمِينَ

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে। (৬৬:১১)

ফিরাউন তার স্ত্রীকে হত্যার সময় উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, তারা স্ত্রী মৃত্যুর সময় হাসছে। ফিরাউন লোকদেরকে বললো, তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো না যে, আমরা তাকে যন্ত্রনা (Torturing) দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি, কিন্তু সে কেমন পাগল যে সে হাসছে।

কেন ফিরাউনের স্ত্রী হেসেছিল? কারণ উক্ত আয়াতে ফিরাউনের স্ত্রী যে দোয়া করেছিল, আল্লাহ তা'য়ালা সাথে সাথে তা কবুল করেছিলেন এবং তাকে জান্নাতে তার জন্য নির্মিত ঘর দেখিয়েছিলেন। এবং বিনা কষ্টে তার জান কবজ করা হয়েছিল।

উসমান আলী নাহদী (রা:) থেকে শুনেছেন, "ফিরাউনের স্ত্রীকে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য সূর্যের অত্যন্ত তাপের মধ্যে বাইরে ফেলে রাখা হতো এবং গরমের প্রখরতা থেকে বাঁচানোর জন্য ফেরেশতারা ফেরাউনের স্ত্রীকে তাদের পাখা দ্বারা ছায়া দিয়ে রাখতো। আরো বলা হয়েছে, ফিরাউনের স্ত্রীর হাত পা শক্ত করে বেঁধে, রোডের কঠিন তাপের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে উপর করে শুইয়ে রাখা হতো, এই সময় আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখিয়েছিলেন।"

ফেরাউনের স্ত্রী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আরো একটি আয়াত সূরা ২৮ আয়াত নম্বর ৯

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ফির'আউনের স্ত্রী বললঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। তাকে হত্যা করনা, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃত পক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। (২৮:৯)

ফিরাউনের স্ত্রী রানী ছিলেন। কারণ ফিরাউন রাজা ছিল। কিন্তু ফিরাউনের স্ত্রীর দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ, আকর্ষণ ছিল না। তিনি মুসা (আ:) কে লালন পালন করেছিলেন পালক পুত্র হিসাবে। এবং মূসা (আ:) এর ধর্ম ইসলাম ও এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করতেন। ফিরাউনের শত বাধা স্বত্ত্বেও তিনি তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

কি সৌভাগ্যবান ফিরাউনের স্ত্রী! জীবিতাবস্থায় মৃত্যুর মুহূর্তে জান্নাত দেখানো হয়েছিল। আল্লাহর উপর অবিচল ঈমানের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অবিচল ঈমানের দৃষ্টান্ত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য বর্ণনা করেছেন। যার সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে চরম ঘৃণ্য নিজেকে প্রভু ঘোষণাকারী ফিরাউনের স্ত্রী।

আল্লাহর উপর সঠিক বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকা, অবিচল থাকা, সবর অবলম্বনকারিদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা করুণা বর্ষণ করেন, হেদায়াত দান করেন, দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করেন এবং চিরন্তন জান্নাত দান করে পুরস্কৃত করেন।

আসুন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের পথে দৃঢ় থেকে আমলে সালেহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করি. আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/